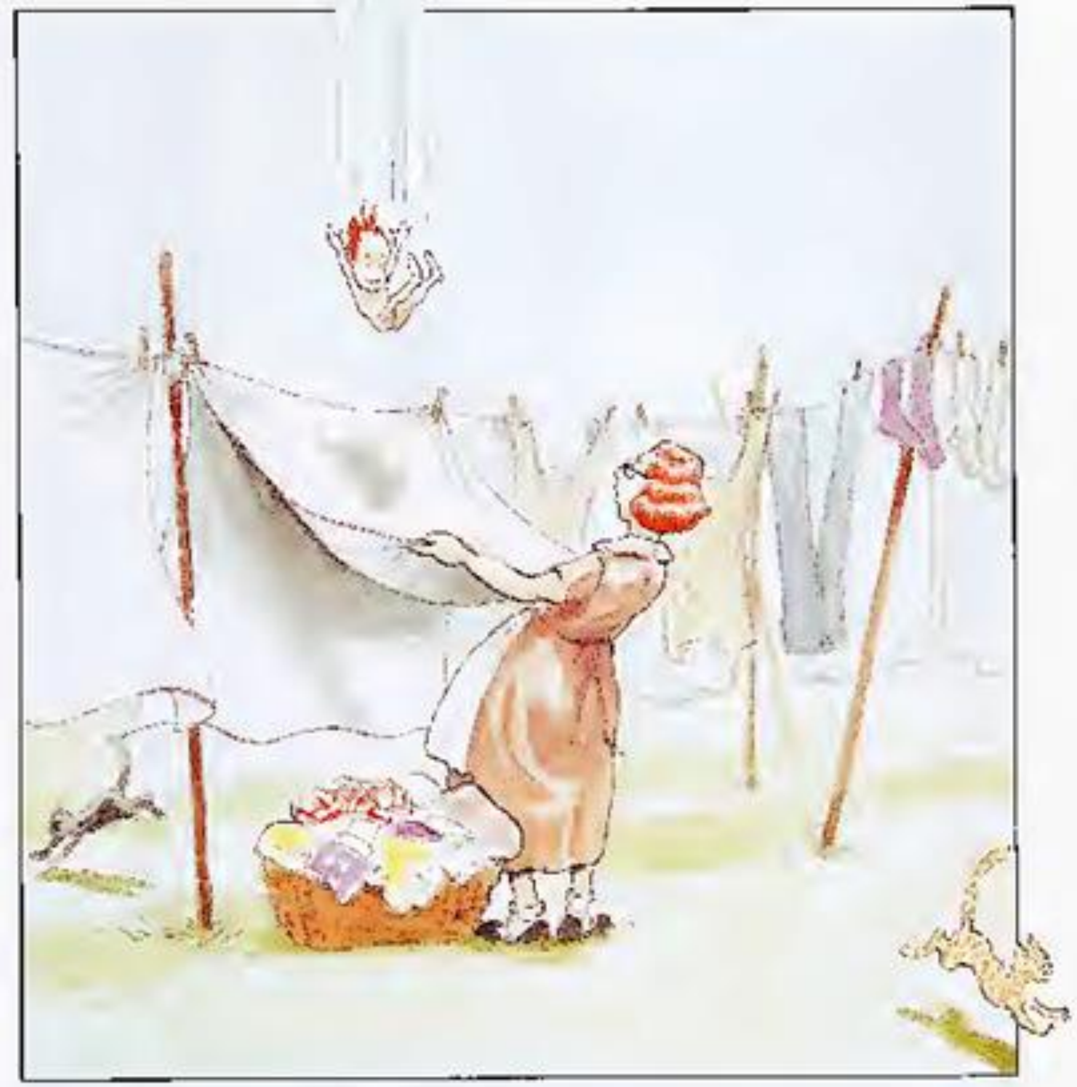
গ্রন্থাগার







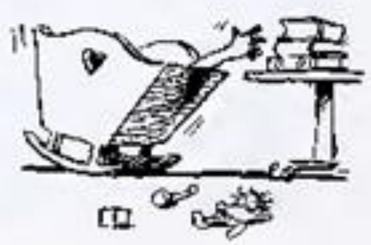
এলিজাবেথ ব্রাউন সরাসরি আকাশ থেকে নেমে বিশ্বে প্রবেশ করলেন।

এলিজাবেথ ব্রাউন যখন এই পৃথিবীতে প্রবেশ করেছিল তখন ও রোগা পাতলা, দূরদর্শী এবং লাজুক ছিল।





সে পুতুলের সাথে খেলতে পছন্দ করতো না।
সে স্কেট করতে পছন্দ করতো না।
সে বেশ কম বয়সে পড়তে শিখেছিল
এবং একটি অবিশ্বাস্য হারে।





সে সবসময় একটা বই বিছানাতে শোয়ার সময়
নিয়ে যেত আর চাদর এর নিচে টর্চের আলো
দিয়ে পড়ত।
সে চাদর দিয়ে তাঁবু বানিয়ে পড়তে পড়তে নিজে
নিজেই ঘুমিয়ে পড়তো।



এলিজাবেথ ব্রাউন
স্কুলে চলে গেলো
একটা স্টিমারের বাক্সকে টানতে টানতে।



এলিজাবেথ ব্রাউন
যখন ওর বইগুলো বাক্স থেকে বের করে রাখলো
তখন ওর ভারে পালঙ্কের উপরের অংশটি ভেঙে
গেলো।



সে তার সমস্ত ক্লাসে বসে বসে
তার খাতাতে কিছু লিখতে থাকতো
আর সপ্ন দেখতো একটা পাঠকের
অলিম্পিয়াডে প্রবেশ করার।



সে লাইব্রেরির কার্ড তৈরি করে
তার বন্ধুদেরকে বইগুলো বিতলন করতো, তারপরে
বইগুলি আবার সংগ্রহ করার জন্য মধ্যরাত্রে অভিযান
চালিয়ে তাদেরকে চমকে দিত।





এলিজাবেথ ব্রাউন বন্ধুদের সাথে বাইরে যাওয়ার থেকে বইকে বেশি পছন্দ করতো।

যখন ওর সব বন্ধুরা বাইরে যেতো আর ভোরবেলা পর্যন্ত নাচতো-গাইতো তখন সে অনেক রাত্রি পর্যন্ত পড়তো।









সে একদিন বিকেলে ট্রেনে চড়ল এবং তৎক্ষণাৎ পথ হারালো। তারপর সে একটি ঘর কিনে ওখানেই বসবাস করতে শুরু করলো আর খরচের জন্য টিউশন পড়াতে লাগলো।



এলিজাবেথ ব্রাউন সবসময় শহরে হাঁটতে থাকতো
গ্রীস্মকালে, শরৎকালে, শীতকালে, এবং বসন্তকালেও।

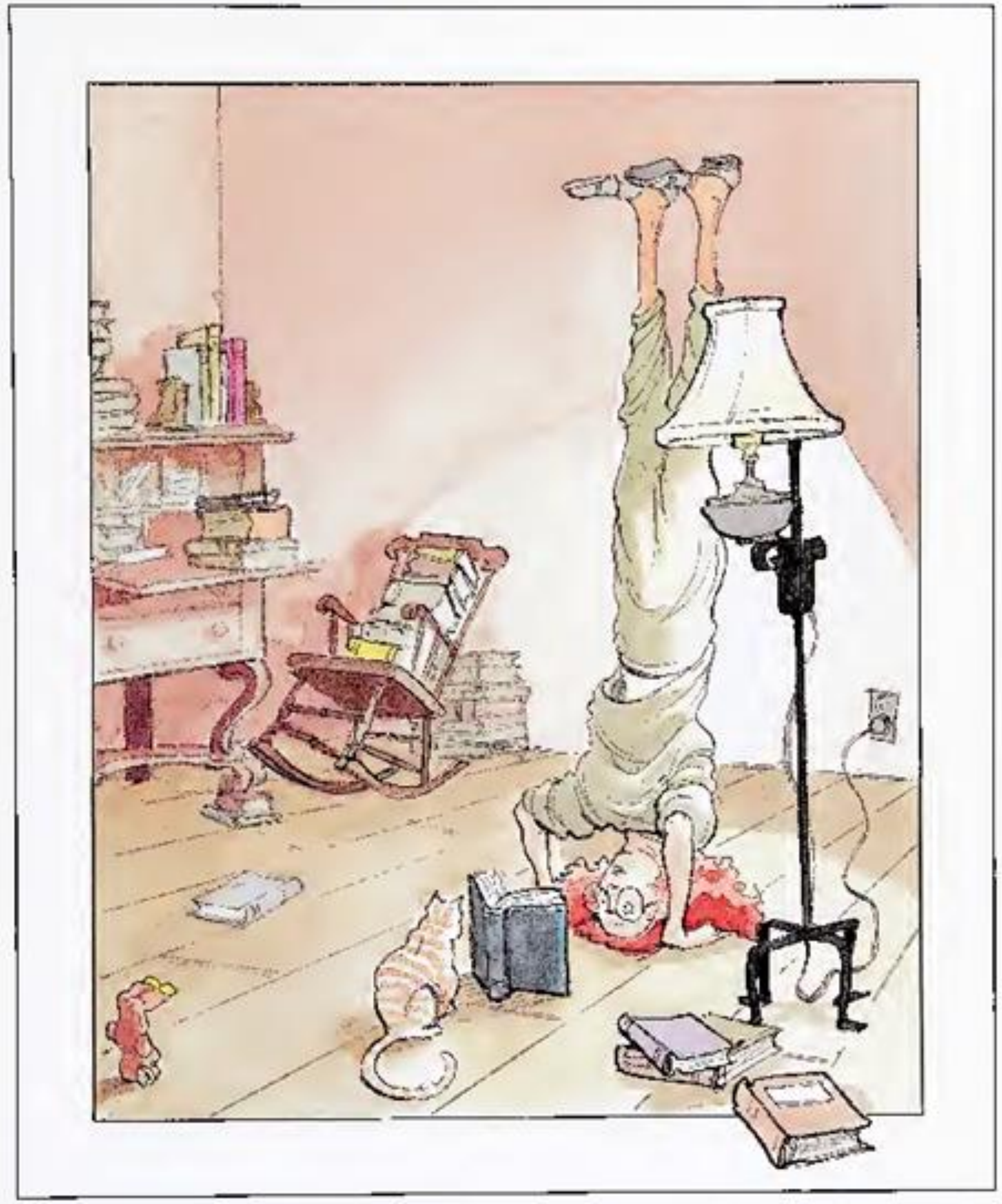
এলিজাবেথ ব্রাউন শহরে হাটতে থাকতো শুধু একটা
জিনিসের উদ্যেশ্যে।

সে আলুর চিপস চাইতো না,
সে নতুন জামাকাপড় চাইতো না,
সে সোজা বইয়ের দোকানে যেতো আর জিজ্ঞাসা
করতো, "আমি কি ওই বইটা কিনতে পারি?"





এলিজাবেথ ব্রাউন ওই বইটা নিয়ে সোজা বাড়ি ফিরে আসতো আর ঘুমোনোর আগে পর্যন্ত শুধু ওটাকে পড়তেই থাকতো।





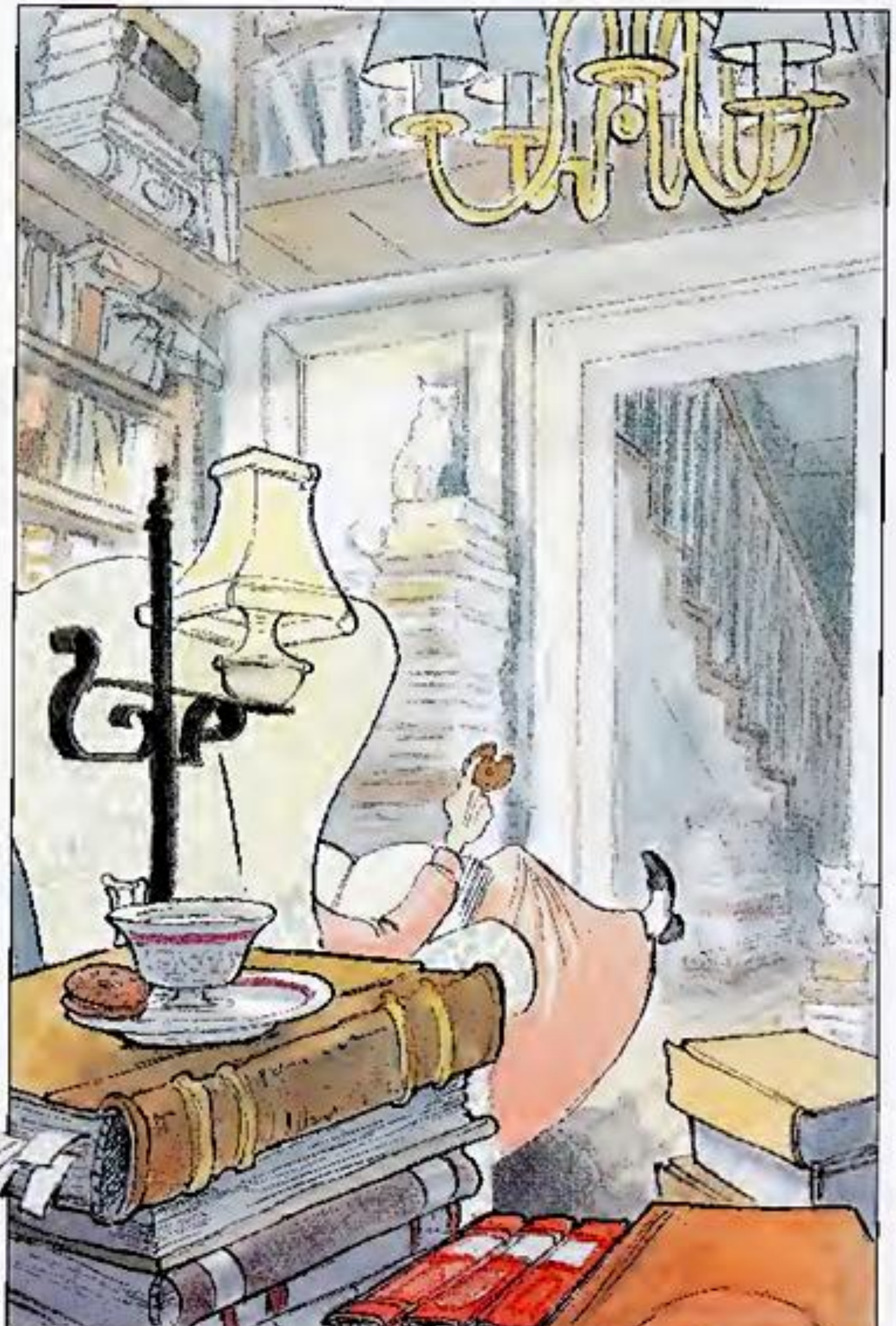
সে তো ব্যায়াম করতে করতেও বই পড়তো, এবং মাথার উপর দাঁড়িয়ে থেকেও বই পড়তো।





সে একদিন মুদিখানার জিনিসের একটি তালিকা তৈরি করলো আর সেটা তার বইয়ের মধ্যে রেখে দিলো। তারপর ভুল করে সেই তালিকাটি ফলের মাঝে হারিয়ে যায় এবং সেদিন রান্নার জন্য আর কিছুই থাকলো না।

সে মেঝে পরিষ্কার করতে করতেও গ্রিকদের দেবী-দেবতাদের বই পড়তো আর পড়তে পড়তেই খুব সহজেই হাঁটাচলা করে নিতো।







ঘরের মধ্যে অনেক বই ছিল, চেয়ারের উপরে স্তূপিত ছিল এবং মেঝে জুড়ে ছড়িয়ে ছিল। সে যতই বেশি পড়তে থাকলো ততই বইয়ের ভারে তার তাকগুলো পড়ে যেতে লাগলো।
বড় বইগুলো খুব শক্ত স্ট্যাক্ তৈরি করেছিল যার উপর চায়ের কাপগুলো বিশ্রাম করতে পারত। ছোট বইগুলো ব্যস্ত ছোট অতিথিদের জন্য বিল্ডিং ব্লকে পরিণত হয়েছিল।





যখন বইয়ের পরিমাণ দেয়াল ধরে ওপরে উঠতে থাকলো এবং বড় দরজাটিকে ব্লক করে দিল, তখন তাকে আরও ভয়ঙ্কর সত্যটির মুখোমুখি হতে হয়েছিল যে সে আর কোনো বই কিনতে পারবে না।

এলিজাবেথ ব্রাউন
আবার শহরে গেলো
ওই দিনই দুপুর বেলা।

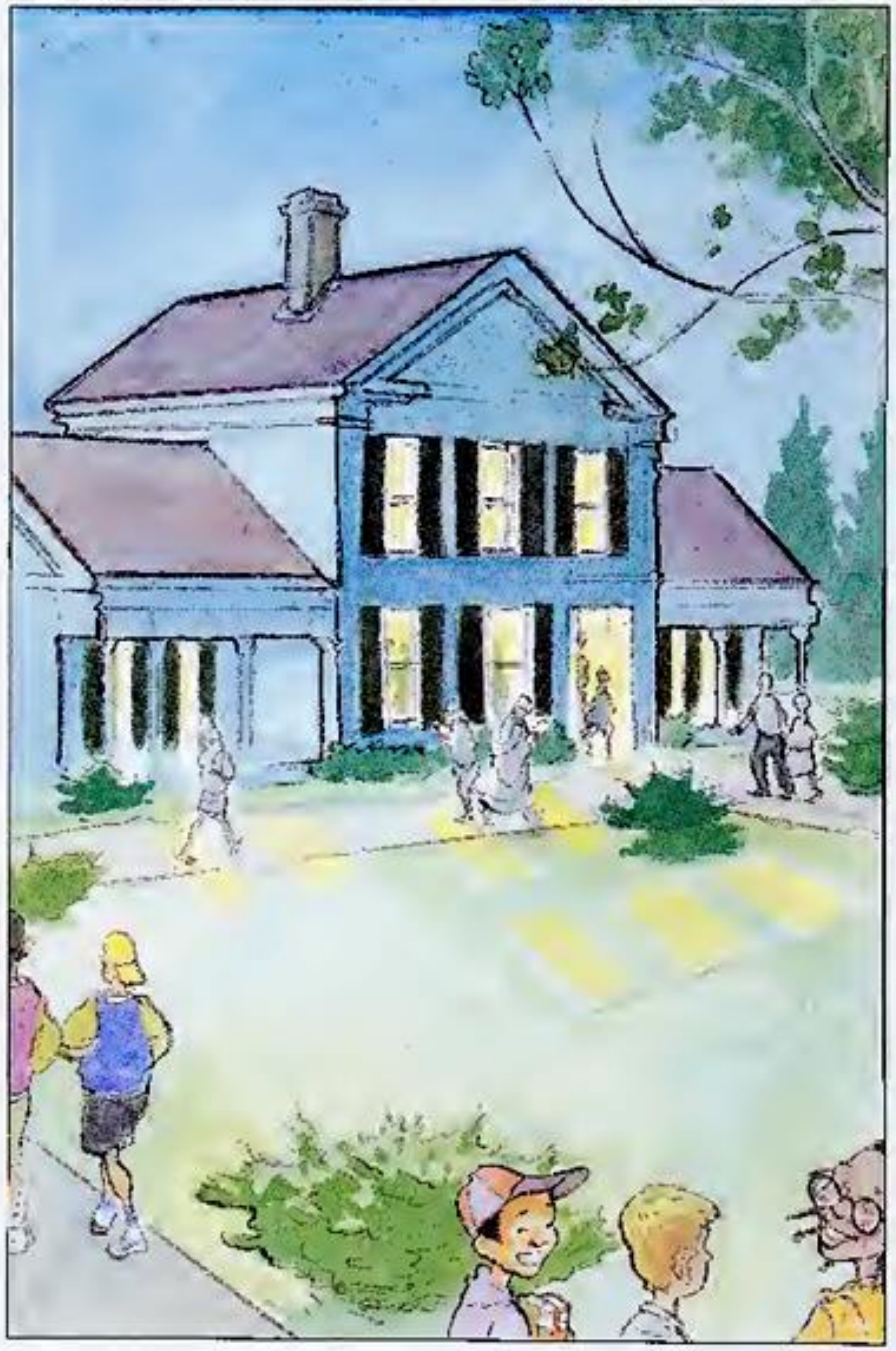
এলিজাবেথ ব্রাউন
শহরে গেলো
একটা খুশির গীত গুনগুন করতে করতে।

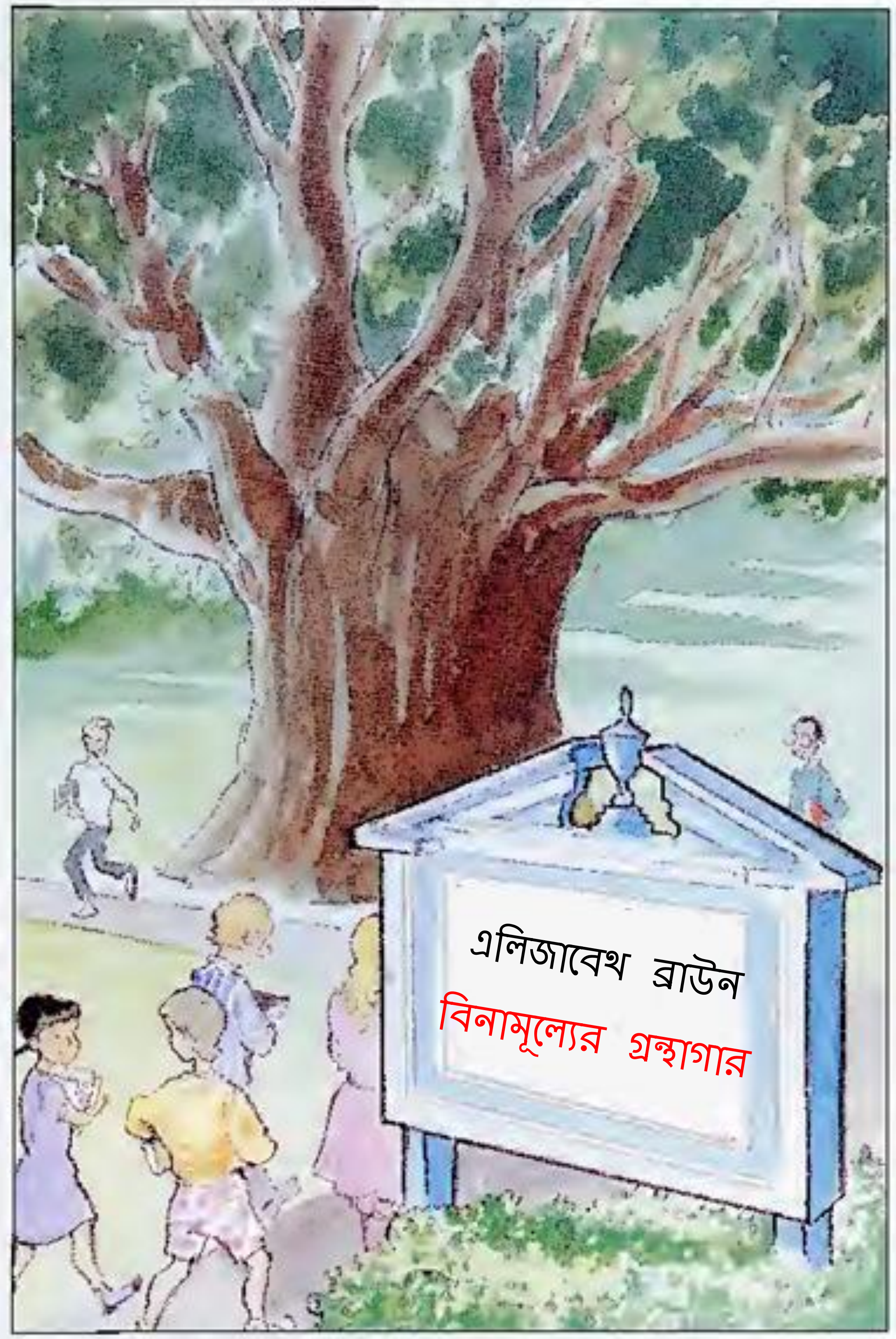
সে কোনো সাইকেল চাই নি
সে কোনো রেশমের রুমাল চাই নি
সে সোজা কোর্টে গেলো---
"আমি কি একটা ডোনেশনের ফর্ম পেতে
পারি?" সে জিজ্ঞাসা করলো।

ওই ফর্মটা দান করার জন্য ছিল।
তারপর সে তাড়াতাড়ি এই লাইনটা লিখলো:
"আমি, এলিজাবেথ ব্রাউন, আমার যা কিছু
আছে সব এই শহরকে দান করতে চাই।"





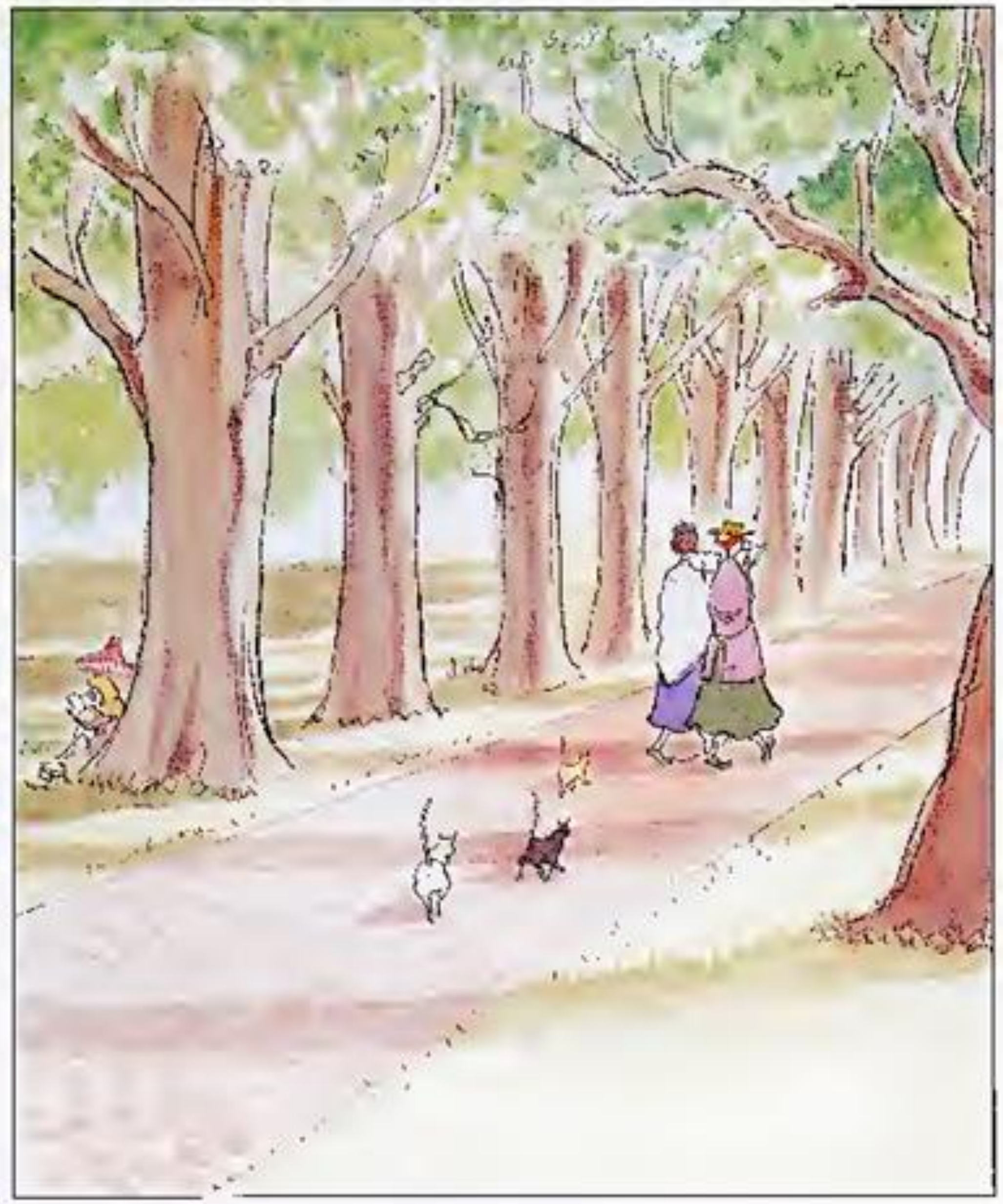



এলিজাবেথ ব্রাউন
বিনামূল্যের গ্রন্থাগার





তারপর এলিজাবেথ ব্রাউন
ওর এক বন্ধুর সাথে বসবাস করতে চলে যাই
এবং অনেক বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত বেঁচে থাকে।



তারা দিনের পর দিন ওই গ্রন্থাগারে যেত
আর বইয়ের পাতা পাল্টাতো.......
একটার পর একটা.........





একটার পর একটা করে।

সমাপ্ত